সংবাদ পরিক্রমা

০১ অক্টোবর ২০১৯

প্রবীণদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। দিবসটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে প্রবীণদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গাজীপুরের মনিপুরে অবস্থিত বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত দুইশতাধিক প্রবীণের জন্য ১ অক্টোবর ২০১৯ বিকাল ৩.৩০টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রেটির সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একটি সাংস্কৃতিক দল এবং গাজীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের পরিবেশনার মধ্যে ছিলো সৈয়দা সায়েলা আহমেদ লিমার পরিচালনায় ‘বুকের ভিতর আকাশ নিয়ে’ গানের সাথে নৃত্য। আশরাফি ফরিদ হোসেনের পরিচালনায় ‘আবার আসিবো ফিরে’ ও ‘কন্যা নায়র লাইয়া যাই’ এবং ফারজানা চৌধুরী বেবির পরিচালনায় ‘চলো বাংলাদে’ গানের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়। একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সানিয়া, মৌশুমি, মিতুল ও শহিদুল্লাহ কায়সার। বাউল সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী দিতী সরকার বিপাশা, মিতু, ইউসুফ, ফরিদ মুক্তার ও বিদ্যুৎ। রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন ইবনে ইয়াসিন বিরল। অনুষ্ঠান শেষ হয় সন্ধ্যা ৭টায়।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দিয়েছেন বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রেটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়্যারম্যান এবং গিভেন্সি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়্যারমেন ও ব্যবস্থাপনা পরিচারক মো. খতিব অবদুল জাহিদ মুকুল। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেছেন একাডেমির ইন্সট্রাক্টর আনিসুর রহমান এবং সমন্বয় সহযোগী ছিলেন আব্দুল্লাহ বিপ্লব।

উল্লেখ্য, দুই শতাধিক প্রবীণের আশ্রয়স্থল বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রেটি পরিচালিত হয় গিভেন্সি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের তত্বাবধানে। গত ২১ এপ্রিল ১৯৯৫ সালে মাদার তেরেসা পূনর্বাসন কেন্দ্রটির ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

০৩ অক্টোবর ২০১৯

‘শেখ হাসিনা-বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক আলোকচিত্র ও শিল্পকর্মের মাসব্যাপী প্রদর্শনী উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন‘র সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র এবং তাকে নিয়ে সৃজিত শিল্পকর্মের মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে । ‘শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক প্রদর্শনী জাতীয় চিত্রশালার ১ ও ৬ নং গ্যালারীতে ২৮ সেপ্টেম্বর-২৭ অক্টোবর ২০১৯ প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা এবং শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন‘র সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর ১০টি আলোচনা সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ৩ অক্টোবর ২০১৯ বিকাল ৩.৩০টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও পদ্মা সেতু নির্মাণের মতো বিভিন্ন সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে এনে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে দেশ পরিচালনা করছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁকে যেভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে, এটা আমাদের দেশের অর্জন।’

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিল্পসমালোচক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল।

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা শহরের যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা তুলে ধরে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বল তৈরীর স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর হাতে তৈরী হয়েছে। আমরা আজ এর সুফল পাচ্ছি। এই একাডেমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবহিকতায় “শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি” শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন, ‘নেত্রী যখন দেশে ফিরে এলেন, আশায় বুকটা ভরে গেল। ২১দিনের মাথায় তিনি ডেকে বললেন, শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে সফল হতে হলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন যুক্ত করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘রাজনীতি যার যার, সংস্কৃতি সবার।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রয়েছে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। তাঁর নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ । বাঙালির স্বপ্নসারথি, উন্নয়নের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র এবং শিল্পকর্ম নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া শিল্পকর্মগুলো প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মকান্ড ও বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের শিল্পভাষ্যের উন্মোচন। এই আলোকচিত্র ও শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে শিল্পের একক আবহে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

#

শেষ হলো ছৌ নৃত্যের কর্মশালা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত চার দিনব্যাপী ছৌ নৃত্যের কর্মশালা সমাপ্ত। ১৫ জন প্রশিক্ষনার্থীর অংশগ্রহণে ২৬ সেপ্টেম্বর ও ১-৩ অক্টোবর ২০১৯ চার দিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন মধুমিতা পাল। প্রশিক্ষক মধুমিতা পাল ভারত সরকারের ফেলোশিপ পেছেন এবং ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত নৃত্য শিল্পী।

ভারতবর্ষে পুরুলিয়া, উড়িষ্যার ময়ূর ভঞ্জ ও ঝারখন্ড সেরাইকেলা নামে তিন ধরনের ছৌ নৃত্য বিদ্যমান। পুরুলিয়ার ছৌতে বড় মুখোশ, সেরাইকেলাতে পুতুলের ন্যায় ছোট মুখোশ এবং ময়ূরভঞ্জে মুখে প্রসাধনী বা রুপসজ্জা ব্যবহার করা হয় বলে জানিয়েছেন প্রশিক্ষক মধুমিতা পাল। যুদ্ধে পাইকরা ছাদের নিচে অস্ত্র চালনার চর্চা থেকেই এই ছৌ নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। এই নৃত্যের মাধ্যমে সাধারণত পৌরানিক কাহিনি, ধর্মীয় ও সামাজিক পালা করা হয়। এর সাথে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল, নাকাড়া, সানাই, বাঁশি ও ঝাঁঝর ব্যবহার করা হয়।

প্রশিক্ষণে ছৌ নৃত্যের প্রথমিক ধাপ পশুপাখির চাল চলন ও অঙ্গাভঙ্গি শেখানো হয়েছে। এছাড়াও ‘যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা’ ও ‘বাংলার হিন্দু, বাংলার বোদ্ধ’ গান দুটির সাথে করিওগ্রাফি করা হয়েছে।

১১ অক্টোবর ২০১৯

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে চিত্রপটে শিরোনামে ১০০টি শিল্পকর্ম নির্মাণের লক্ষ্যে আর্টক্যাম্পের উদ্বোধন

২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ এবং ‘কারাগারের রোজনামচা’ অবলম্বনে ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে চিত্রপটে’ শিরোনামে দেশের ১০০জন বিশিষ্ট শিল্পীর ১০০টি শিল্পকর্ম নির্মাণের লক্ষ্যে আর্টক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আর্টক্যাম্প ১১ অক্টোবর ২০১৯ শুক্রবার সকাল ১০.৩০টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ও চারুকলা প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়।
একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গ্রন্থ দুটির উপর পর্যালোচনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ এবং বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সভাপতি ড. শামসুজ্জামান খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ এবং শিল্পী সন্জীব দাস অপু

আর্টক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ হলেনঃ শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পী বীরেন সোম, শিল্পী স্বপন চৌধুরী, শিল্পী আব্দুল মান্নান, শিল্পী চন্দ্র শেখর দে, শিল্পী ইবরাহীম, শিল্পী কে. এম. একাইয়ুম, শিল্পী শহিদ কবির, শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শিল্পী রনজিৎ দাস, শিল্পী

আবুল বারক্ আলভী, শিল্পী নিসার হোসেন, শিল্পী ড. ফরিদা জামান, শিল্পী জামাল উদ্দিন আহমেদ, শিল্পী শিশির কুমার ভট্টাচার্য, শিল্পী শেখ আফজাল হোসেন, শিল্পী ড. মোহাম্মদ ইকবাল আলী, শিল্পী শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, শিল্পী আহমেদ শামসুদ্দোহা, শিল্পী কনক চাঁপা চাকমা, শিল্পী রোকেয়া সুলতানা, শিল্পী মো. আনিসুজ্জামান, শিল্পী দেওয়ান মিজান, শিল্পী অনুকুল চন্দ্র মজুমদার, শিল্পী সমীরণ চৌধুরী, শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু, শিল্পী মো. আলপ্তগীন, শিল্পী রফি হক, শিল্পী জাহিদ মোস্তফা, শিল্পী মানিক চন্দ্র দে, শিল্পী কারু তিতাস, শিল্পী মনিরুজ্জামান, শিল্পী এফ. এম. মামুন কায়সার, শিল্পী আতিয়া ইসলাম এ্যানী, শিল্পী নাজমা আকতার, শিল্পী সুনীল কুমার পথিক, শিল্পী অভিজিৎ চৌধুরী, শিল্পী দুলাল চন্দ্র গাইন, শিল্পী রেজাউল করিম, শিল্পী নাইমা হক, শিল্পী সুশান্ত অধিকারী, শিল্পী অশোক কর্মকার, শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম, শিল্পী মো. ফারুক আহাম্মদ মোল্লা, শিল্পী ঋতেন্দ্র কুমার শর্মা, শিল্পী সিদ্ধার্থ তালুকদার, শিল্পী রেজাউন নবী, শিল্পী আহমেদ নাজির, শিল্পী তরুণ ঘোষ, শিল্পী সন্জীব দাস অপু, শিল্পী কামাল পাশা চৌধুরী, শিল্পী মাকসুদুল আহসান, শিল্পী কীরিটি রঞ্জন বিশ্বাস, শিল্পী মো. জহির উদ্দিন, শিল্পী মো. ফজলুর রহমান, শিল্পী শাহীন সোবহানা সুরভী, শিল্পী আফরোজা জামিল, শিল্পী নাসিম আহমেদ নাদভী, শিল্পী গৌতম চক্রবর্তী, শিল্পী শামসুল আলম আজাদ, শিল্পী গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী, শিল্পী সৈয়দ হাসান মাহমুদ, শিল্পী গুলশান হোসেন, শিল্পী রিফাত জাহান কান্তা, শিল্পী রেজাউল হক লিটন, শিল্পী মিনি করিম, শিল্পী সহিদ কাজী, শিল্পী আবদুস সাত্তার তৌফিক, শিল্পী মো. কামাল উদ্দিন, শিল্পী সুমন ওয়াহিদ, শিল্পী বিশ্বজিৎ গোস্বামী, শিল্পী সীমা ইসলাম, শিল্পী হারুন-অর-রশীদ, শিল্পী নাজির হোসেন খান, শিল্পী নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, শিল্পী সুমন কুমার বৈদ্য, শিল্পী আজমল উদ্দীন পলাশ, শিল্পী সৈয়দ ফিদা হোসেন, শিল্পী রাশেদুল হুদা সরকার, শিল্পী আসমিতা আলম শাম্মী, শিল্পী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, শিল্পী শাহানুর মামুন, শিল্পী শেখ ফারহানা পারভীন টুম্পা, শিল্পী আরিফুল ইসলাম, শিল্পী কান্তি দেব অধিকারী, শিল্পী আজমল হোসেন, শিল্পী তৈমুর হান্নান, শিল্পী মানিক বনিক, শিল্পী মিশকাতুল আবীর, শিল্পী রনি মন্ডল, শিল্পী গৌরব নাগ, শিল্পী রত্নেশ্বার সুত্রধর, শিল্পী পলাশ শেখ, শিল্পী এ. কে এম গোলাম উল্লাহ নিশান. শিল্পী অভিজিৎ মন্ডল, শিল্পী আফি আজাদ বানটি, শিল্পী তরিকুল ইসলাম হীরক, শিল্পী সৈকত হোসেন, শিল্পী দিদারুল ইসলাম লিমন, শিল্পী মঞ্জুর রশীদ, শিল্পী মঞ্জুর ইলাহী, শিল্পী তন্ময় দেব নাথ, শিল্পী জাকির হোসেন পুলক, শিল্পী ফাহিম ইসলাম লিমন, শিল্পী চঞ্চল কর্মকার, শিল্পী আবু সুফিয়ান, শিল্পী হাসুরা আক্তার রুমকী।

১৫ অক্টোবর ২০১৯

‘শেখ হাসিনা-বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক মাসব্যাপী প্রদর্শনী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ১ ও ৬ নং গ্যালারীতে ‘শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর-২৭ অক্টোবর ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন‘র সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র এবং তাকে নিয়ে সৃজিত শিল্পকর্মের মাসব্যাপী এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আগামীকাল ১৫ অক্টোবর ২০১৯ বিকাল ৩.৩০টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ‘শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের ড. হাছান মাহমুদ এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ‘১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশকে উল্টোপথে পরিচালিত করা হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সাহসী ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি ফিরে আসার পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ফিরে পেয়েছি। আজকে বাংলাদেশের সমৃদ্ধিও জন্য শেখ হাসিনাকে প্রয়োজন। আমরা তাঁর নেতৃত্বে উন্নত রাষ্ট্রের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন করতে চাই। ’

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব বদরুল আনম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বলেন, ‘ শেখ হাসিনা ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র বিনয়ী ও মার্জিত একজন শিক্ষার্থী। বঙ্গবন্ধুর পর শেখ হাসিনা আমাদেরকে ভয়ঙ্কর কালো অধ্যায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।’

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ‘ছবি কথা বলে। একটি ছবি ১০হাজার শব্দের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রদর্শনীতে ছবিগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও অগ্রযাত্রা। শিক্ষাকে সবার দুয়ারে পৌছে দেওয়া, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন এবং বঙ্গবন্ধুর সপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষে কাজ করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রয়েছে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন। তাঁর নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ । বাঙালির স্বপ্নসারথি, উন্নয়নের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকচিত্র এবং শিল্পকর্ম নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া শিল্পকর্মগুলো প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মকান্ড ও বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের শিল্পভাষ্যের উন্মোচন। এই আলোকচিত্র ও শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে শিল্পের একক আবহে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ফকির লালন সাঁইজির ১২৯তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ ‘সাধুমেলা’

মানবতার মহান সাধক ফকির লালন সাঁই ১৭৭৪ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত চাপাড়া, ভাড়ারা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ সাধক, দার্শনিক ও মানবতাবাদী কবি। প্রাপ্তি সূত্রে তিনি প্রায় সহস্রাধিক মরমি ভাববাণীর রচয়িতা। তাঁর মর্মস্পর্শী পদাবলি বাংলার সহজ সরলমনা সঙ্গীত প্রেমীদের আত্মার খোরাক। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী পরিকল্পনায় দেশের বরেণ্য বাউল ও বাউল শিল্পী, শীর্ষ পর্যায়ের লালন গবেষক, প্রাজ্ঞ সাধক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ফকির লালর সাঁইজির ১২৯তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে সকল পর্যায়ের বাউল সাধক, বাউল শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাধুমেলার ৭ম আসরের আয়োজন করা হয়।

২০ অক্টোবর ২০১৯

শিক্ষকদের অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী ‘প্রমিত উচ্চারণ কর্মশালা’

সৃজনশীল ও আনন্দময় ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে ‘প্রমিত উচ্চারণ কর্মশালা ২০১৯’।
একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র ভাবনা ও পরিকল্পনায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে ২০-২২ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রমিত উচ্চারণ কর্মশালার প্রথম দিন ২০ অক্টোবর ২০১৯ রবিবার

বাক্ যন্ত্রের ব্যায়াম, বর্ণমালার উচ্চারণ, উচ্চারণের সূত্র এবং লোকজ ছড়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মীর বরকত ও তামান্না তিথি, দ্বিতীয় দিন ২১ অক্টোবর ২০১৯ সোমবার ভাব ও রস ও স্বর প্রক্ষেপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কর্মশালার শেষ দিন ২২ অক্টোবর ২০১৯ মঙ্গলবার নির্মাণ ও উপস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মীর বরকত ও তামান্না তিথি।

কর্মশালায় ঢাকা শহরের ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়।

২১ অক্টোবর ২০১৯

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনাওে চারুশিল্পী কালিদাস কর্মকারের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নন্দিত চারুশিল্পী কালিদাস কর্মকারের প্রয়াণে আজ ২১ অক্টোবর সকাল ১১টায় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আনা হয়। বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিপর্যায়ে মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীসহ একাডেমির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় শিল্পীর চিত্রকর্ম নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে একাডেমির মহাপরিচালক বলেন, 'প্রয়াত এই শিল্পীর সাথে আমার প্রায় ৮ থেকে ৯ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। শিল্পীর অনেকগুলো কাজ আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।'

কালিদাস কর্মকারের কাজের মূল্যায়ন স্বরূপ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পদক, এস এম সুলতান স্বর্ণ পদক এবং একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি তাঁর কর্মজীবনে দেশী ও বিদেশী অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। শিল্পী তাঁর কাজের মাধ্যমে আমাদের সকলের মাঝে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৯ বিশিষ্ট এই চারুশিল্পী পরলোক গমন করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নন্দিত চারুশিল্পী কালিদাস কর্মকারের প্রয়াণে আগামী ২৯ অক্টোবর ২০১৯ একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে এক শোক সভার আয়োজন করা হবে।

'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা' অনুষ্ঠিত

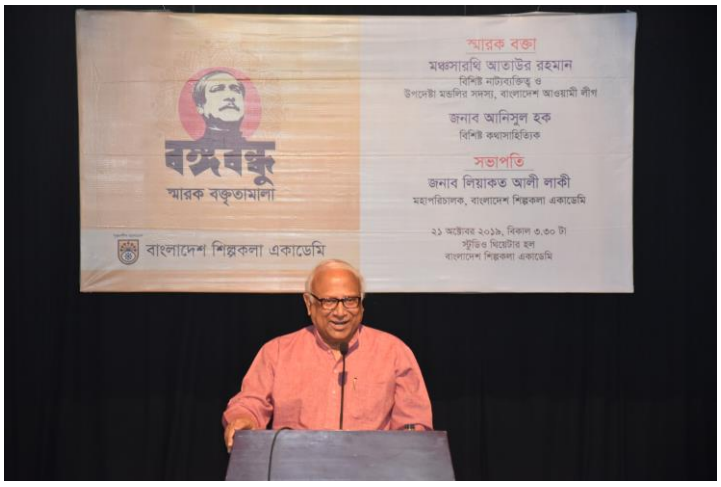

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতামালা'র এবারের পর্বে স্মারকবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মঞ্চসারথি আতাউর রহমান এবং কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক। ২১ অক্টোবর ২০১৯ বেলা সাড়ে ৩টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার মিলনায়তনে স্মারক বক্তৃতামালা'র একাদশ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ধারাবাহিক আয়োজনের এই পর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা সংগ্রামী দিক তুলে ধরেন।

২৪ অক্টোবর ২০১৯

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তাদের নিয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির কর্মসূচি বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও পর্যালোচনা সভা এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। তিন দিনের এই আয়োজনের আরো থাকছে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষে এপিএ, ইনোভেশন, শুদ্ধাচার, ই-নথি ও ডিজিটাল সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ২৪-২৬ অক্টোবর ২০১৯ একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে প্রতিদিন সকাল ১০টা-সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন জেলার ৫০জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ২৪ অক্টোবর প্রথম দিনে শিল্পকলা একাডেমির বছরব্যাপী কর্মকান্ডের পরিচালনা নিয়ে বিস্তরিত আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব অসীম কুমার উকিল, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি।

অতিথিদের বক্তব্যে দেশের সকল জেলা উপজেলায় মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ গঠনে জেলা শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনে শিল্পকলা একাডেমিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে দেশজুড়ে বিস্তৃত পরিসরে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার কথা জানিয়েছেন অতিথিরা। এসময় অংগ্রহণকারী কর্মকর্তারা জেলা শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রম, সমস্যা ও সম্ভাবনা কথা তুলে ধরেন।

পরবর্তি দুই দিনের পশিক্ষণে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ই-নথি, তথ্য বাতায়ণ ও ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ অক্টোবর ২০১৯

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চারুশিল্পী কালিদাস কর্মকারের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নন্দিত চারুশিল্পী কালিদাস কর্মকারের প্রয়াণে স্মরণসভা আয়োজন করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই শিল্পীর প্রয়াণে ২৯ অক্টোবর ২০১৯ একাডেমির জাতীয়

চিত্রশালা মিলনায়তনে আয়োজিত স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিকৃজন রামেন্দু মজুমদার, বরেণ্য চিত্রশিল্পী হাসেম খান, শিল্প সমালোচক মঈনদ্দিন খালিদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীসহ আরো অনেকেই।

কালিদাস কর্মকারের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পদক, এস এম সুলতান স্বর্ণ পদক এবং একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি দেশী ও বিদেশী অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। শিল্পী তাঁর কাজের মাধ্যমে আমাদের সকলের মাঝে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন বলে বলেছেন স্মরণসভায় আগত তাঁর সুভানুধ্যায়ীরা ও শিল্পীরা।

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৯ বিশিষ্ট এই চারুশিল্পী পরলোক গমন করেন। ২১ অক্টোবর সকাল ১১টায় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আনা হয়। বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিপর্যায়ে মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।